(2) 157

বৈদিক পাঠসংকলন

[মূলমন্ত্র, পদপাঠ, সায়ণ ভাষ্য, মন্ত্রের অনুবাদ, সায়ণভাষ্যের অনুবাদ, দেবতার বৈশিষ্ট্য, বৈদিক পদসমূহের অর্থবিচার, তাৎপর্য-ব্যাখ্যা ও ইংরাজী অনুবাদসহ]

অনুবাদ ও সম্পাদনা

অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

এম্. এ. (গোল্ড মেডালিষ্ট); বেদতীর্থ; পি. এইচ. ডি;

প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, সংস্কৃতবিভাগ, যোগমায়া দেবী কলেজ, কলকাতা।

অতিথি-অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

সদেশ

১০১সি, বিবেকানন্দ রোড, কোলকাতা — ৭০০ ০০৬

প্রাক্‌কথা

বেদমন্ত্রের অধ্যয়ন করতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার বেদ কাকে বলে। এ বিষয়ে সামান্য কিছু কথা দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভ ভূমিকায় বলা হয়েছে। বেদ কাকে বলে, বেদের বিষয়বস্তু কী এবং বেদব্যাখ্যার ইতিহাস কতো প্রাচীন —এইসব বিষয় সম্বন্ধে সেখানে আলোচনা করা হয়েছে। তা সত্ত্বে-ও বেদ সম্পর্কে আর-ও অনেক কিছু বলার আছে। কারণ বেদ আমাদের এমন এক সম্পদ্ যার অন্ত নেই। প্রকৃতপক্ষে বেদ শব্দের বুৎপত্তিলব্ধ অর্থ 'জ্ঞান'। প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে এই জ্ঞান কোনো লৌকিক বিষয়ের বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞান নয়। বেদ এক অলৌকিক জ্ঞান যার সাহায্যে মানবজাতি ধর্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গের সন্ধান পায়। এই প্রাচীন বিশ্বাস থেকে প্রাচীন ভারতীয়গণ বেদকে অপৌরুষেয় অর্থাৎ কোনো মনুষ্যের দ্বারা রচিত নয় বলে মনে করতেন। তাঁদের মতে বেদ নিত্য ও স্বতঃ সিদ্ধ। কিন্তু প্রাচীনদের এই মত আধুনিককালে আর গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষতঃ আধুনিক পাশ্চাত্যবিদ্যায় শিক্ষিত পণ্ডিতরা বেদের অপৌরুষেয়তত্ত্ব মানতে চান না। তাঁদের মতে বেদ প্রাচীন ভারতীয়গণের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক মূল্যবান দলিল। সে ক্ষেত্রে যা পুরুষের দ্বারা সৃষ্ট নয়, এই অর্থে অপৌরুষেয় এই অভিধাটি বেদ সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারে না। বেদমন্ত্রের ঋষিরাই কোন কোন মন্ত্রে নিজেদের রচনাকর্তৃত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, ঋগ্বেদের সপ্তমমণ্ডলের ১৮ নং সূক্তে বলা হয়েছে— 'ব্রহ্মাণি সসৃজে বসিষ্ঠঃ' (বসিষ্ঠ ঋষি মন্ত্ররাজি সৃষ্টি করেছেন)। ঐ মণ্ডলেরই ২২তম সূক্তে নবমমন্ত্রে বলা হয়েছে— 'ব্রহ্মাণি জনয়ন্তঃ বিপ্রাঃ' (বিপ্রগণ মন্ত্রসমূহ সৃষ্টি করেছেন)। প্রথম মণ্ডলের ৬২ নং সূক্তে ১৩শ মন্ত্রে বলা হয়েছে— গৌতম ইন্দ্র নব্যমতক্ষদ্ ব্রহ্ম' (হে ইন্দ্র, গৌতম ঋষির পুত্র নোধা আমাদের জন্য তোমার এই নূতন মন্ত্র রচনা করেছেন)। এই ধরণের মন্ত্রের মধ্যে ঋষিদের মন্ত্রকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে-ও প্রকৃতপক্ষে বৈদিক ঋষিরা ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাসের মত আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে মন্ত্রগুলি রচনা করেন নি। তাঁরা ঋষি — অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সত্যদ্রষ্টা, মন্ত্র তাঁরা সক্রিয়ভাবে রচনা করতেন না। মন্ত্রকে তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেছেন। বস্তুতঃ পক্ষে যে কোনো মহৎ সৃষ্টি কিছুটা পরিমাণে অপরোক্ষানুভূতির প্রকাশ, এক চিরন্তন সত্যের অনির্বচনীয় আভাসে তা উদ্ভাসিত। সার্থক সৃষ্টি যে সম্পূর্ণভাবে স্রষ্টার আয়ত্তাধীন নয় — এই সত্যের অনুরণন্ আমরা বৈদিক ঋষি বৃহস্পতির একটি মন্ত্রে-ও পেয়ে থাকি—

উতঃ ত্বঃ পশ্যন্ ন দদর্শ বাচম্
উতঃ ত্বঃ শৃণ্বন্ ন শৃণোত্যেনাম্।
উতো ত্বস্মৈ তন্বং বি সস্রে
জায়েব পত্যে উশতী সুবাসাঃ।। (১০।৭১।৪)